তারিখ ... 20 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম ...৭...

কালের কণ্ঠ

শিক্ষায় প্রশংসনীয় সিদ্ধান্ত

বাস্তবায়নে উপযোগী পদক্ষেপ নিন

প্রাথমিক শিক্ষাকে পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এ উদ্যোগ ঐতিহাসিক ও প্রশংসনীয়। এ সিদ্ধান্ত দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে একটি বিশেষ অবস্থানে নিয়ে যাবে। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সবার জন্য বাধ্যতামূলক হলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নতুন অবস্থানে চলে যাবে।

প্রাথমিক শিক্ষার স্তর অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করার সিদ্ধান্ত ছিল ২০১০ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতিতে। আমাদের সৌভাগ্য, আমরা খুব কম সময়ে একটি কার্যকর ও সময়োপযোগী শিক্ষানীতি পেয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য, জাতীয় শিক্ষানীতিতে উল্লেখ করা সিদ্ধান্তগুলো যথাসময়ে বাস্তবায়িত হয়নি। ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতেই বলা হয়, প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করতে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকেই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সেই উদ্যোগের প্রাথমিক পদক্ষেপ নেওয়া হলো ২০১৬ সালে এসে। গত ছয় বছরে নির্দেশনার যথাযথ বাস্তবায়ন হয়নি, কোনো পরিকল্পনা বা রূপরেখাও তৈরি হয়নি। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী বলেছেন, 'বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেখানে যে সমস্যা দেখা দেবে, তখন তা সমাধান করা হবে।' কিন্তু বিষয়টি কী এত সহজ বা সমস্যাগুলো কী সহজে সমাধানযোগ্য? অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে সরকারের জন্য অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। মানসম্পন্ন শিক্ষক নেই। অভাব প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর। আবার কিছু বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্তও নিতে হবে। প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদানের অনুমতি, একাডেমিক স্বীকৃতি, বিষয় খোলা, শ্রেণি ও শাখা খোলা, বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিশ্চিত করা, নতুন শিক্ষাক্রম তৈরিসহ অনেক কাজ করতে হবে। এত বড় চ্যালেঞ্জ কিভাবে মোকাবিলা করা হবে, তার একটি সঠিক নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন। অন্যদিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তিসহ অনেক দাপ্তরিক কাজও সম্পন্ন করতে হবে অতি অল্প সময়ে। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হবে কি না, এ বিষয়েও সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নিতে হবে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্ত। পঞ্চম শ্রেণি থেকে শুরু করে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত চারটি পাবলিক পরীক্ষায় বসতে হয় শিক্ষার্থীদের। ফলে শিশু বয়স থেকেই বড় ধরনের মানসিক চাপে পড়তে হচ্ছে তাদের। জাতীয় শিক্ষানীতিতে এত পরীক্ষার কথা উল্লেখ নেই কিন্তু শিক্ষার্থীদের ওপর এই পরীক্ষা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা করা হলে পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষার কী হবে? এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত এখানো নেওয়া হয়নি। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়তো হবে কারিকুলাম প্রণয়ন ও সমন্বয়। মানসম্পন্ন শিক্ষক গড়ে তুলতে প্রয়োজন হবে প্রশিক্ষণের। স্বল্প সময়ে কতসংখ্যক শিক্ষককে মান উপযোগী করে তোলা যাবে, সে প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক। অন্যদিকে অবকাঠামো না থাকলে শিক্ষার্থীদের পাঠদানের কী ব্যবস্থা হবে? 'যখনই সমস্যা আসবে তখনই সিদ্ধান্ত' না নিয়ে আগে থেকেই সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে পারলে সমাধান যেমন সহজ হবে, তেমনি সিদ্ধান্ত নিতেও অসুবিধা হবে না। সাদা চোখে যে সমস্যাগুলো দেখা যাচ্ছে, সেগুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজে নামতে নিশ্চয় কোনো বাধা নেই।

তার পরও সরকারের এ সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাই আমরা। অষ্টম শ্রেণির পর জীবনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষা কার্যক্রম দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকারের পক্ষ থেকে বাস্তবানুগ ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ আশা করি আমরা।